গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ঢাকা।
(শুল্ক)
(প্রজ্ঞাপন)
তারিখ, ২রা আশ্বিণ ১৪০৩ বাং। ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ ইং

এস.আর.ও নং ১৬৪-আইন/৯৬/১৬৮২/শুল্ক।- Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর *[section 18A এর sub-section (7) এবং section 18C এর sub-section (2)] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- এই বিধিমালা বহিঃশুল্ক (ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য সনাক্তকরণ ও শুল্কায়ন এবং কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আদায়করণ এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) **"অনুরূপ পণ্য"** অর্থ এইরূপ পণ্য যাহা ভর্তুকির অভিযোগে বাংলাদেশে এই বিধিমালা অনুযায়ী তদন্তাধীন পণ্যের হুবহু একই প্রকারের অথবা প্রায় সকল দিক হইতে একই প্রকারের অথবা, একই প্রকার পণ্যের অবর্তমানে অন্য কোন পণ্য যাহার সহিত সকল দিক হইতে একই প্রকার না হইলেও তদন্তাধীন পণ্যের সহিত সুনির্দিষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে;

(খ) **"আইন"** অর্থ Customs Act, 1969 (IV of 1969);

(গ) **"আগ্রহী পক্ষ"** অর্থ-

(অ) ভর্তুকির অভিযোগে বাংলাদেশে তদন্তাধীন পণ্যের রপ্তানিকারক বা বিদেশী উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক, অথবা কোন ব্যবসায় বা বণিক সমিতি যাহার অধিকাংশ সভ্য উক্ত পণ্যের উৎপাদনকারী, রপ্তানীকারক বা আমদানিকারক;

(আ) বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্যের উৎপাদনকারী অথবা কোন ব্যবসায় বা বণিক সমিতি যাহার অধিকাংশ সভ্য উক্ত পণ্যের অনুরূপ পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন করে ;

(ঘ) **"কাউন্টারভেইলিং শুল্ক"** অর্থ ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যের উপর আইনের section 18A এর অধীন আরোপিত শুল্ক;

(ঙ) **"দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বিধি ৩ এর অধীন নিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ;

(চ) **"নির্ধারিত দেশ"** অর্থ কোন দেশ বা আঞ্চলিক সংস্থা যাহাদের সহিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি হিসাবে সুবিধা প্রদানের বিষয়ে চুক্তি রহিয়াছে সেই সকল দেশ ও আঞ্চলিক সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) **"পরিশিষ্ট"** অর্থ এই বিধিমালার কোন পরিশিষ্ট;

(জ) **"সাময়িক শুল্ক"** অর্থ আইন এর section 18A এর sub-section (2) এর অধীন আরোপিত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক;

(ঝ) **"স্থানীয় শিল্প"** অর্থ অনুরূপ পণ্য উৎপাদন ও তদmsশ্লkó যে কোন কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল দেশীয় উৎপাদনকারী অথবা যাহারা অনুরূপ পণ্যের মোট দেশীয় উৎপাদনের অধিকাংশ সম্মিলিতভাবে উৎপাদন করে; তবে যে সকল ক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদনকারী ভর্তুকিপ্রাপ্তির জন্য অভিযুক্ত পণ্যের আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের সহিত স¤úর্কিত অথবা তাহারা নিজেরাই উহার আমদানিকারক সেই সকল ক্ষেত্রে তাহারা স্থানীয় শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে উপরি-উক্ত পণ্যের দুই বা ততোধিক প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং উক্তরূপ প্রতিটি বাজারভুক্ত উৎপাদনকারীগণ একটি স্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে বিবেচিত হইবে, যদি-

(অ) এই ধরণের বাজারের অন্তর্ভুক্ত উৎপাদনকারীগণ তাহাদের উৎপাদিত সমুদয় অথবা প্রায় সমুদয় উৎপাদিত পণ্য সেই বাজারে বিক্রয় করে; এবং

(আ) বাজারের চাহিদা মিটানোর জন্য বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত উক্ত পণ্য উৎপাদনকারীগণ কর্তৃক উ:jখযোগ্য মাত্রায় সরবরাহ করা না হয়।

৩। **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নিয়োগ**।- (১) সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ কোন সরকারী কর্মকর্তাকে এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের চাকুরীর শর্তাবলী ও সুযোগ-সুবিধাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৪। **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ইত্যাদি**।- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে, যথাঃ-

(ক) কোন পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অভিযোগকৃত ভর্তুকির অস্তিত্ব, মাত্রা ও প্রভাব m¤ú‡K তদন্ত অনুষ্ঠান;

(খ) কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সনাক্তকরণ;

(গ) সরকারের নিকট নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ m¤ú‡K রিপোর্ট প্রদান, যথা ঃ-

(অ) তদন্তাধীন পণ্যের প্রকৃতি এবং ভর্তুকির পরিমাণ;

(আ) নির্ধারিত দেশসমূহ হইতে উক্ত পণ্য আমদানির ফলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির আশঙ্কা অথবা বাংলাদেশে কোন শিল্প স্থাপনে বাস্তব অন্তরায়;

(ঘ) স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি দূরীকরণার্থে কাউন্টারভেইলিং শুল্কের পরিমাণ ও উহা প্রবর্তনের তারিখ m¤ú‡K সুপারিশকরণ; এবং

(ঙ) কাউন্টারভেইলিং শুল্ক অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা m¤ú‡K পুনর্বিবেচনাকরণ।

৫। মূল উৎপাদনকারী দেশ বিষয়ক সিদ্ধান্ত।- যেক্ষেত্রে কোন পণ্য উহার মূল উৎপাদনকারী দেশ হইতে সরাসরি আমদানি করা হয় নাই এবং একটি মধ্যবর্তী দেশ হইতে আমদানি করা হয়, সেইক্ষেত্রে এই বিধিমালা m¤úY প্রযোজ্য হইবে এবং এই m¤ú‡K সকল আদান-প্রদান এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে মূল উৎপাদনকারী দেশ এবং পণ্য আমদানিকারী দেশের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **তদন্ত আরম্ভকরণ** ।-(১) উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত ব্যতিক্রম ব্যতীত, কেবলমাত্র স্থানীয় শিল্প কর্তৃক অথবা উহার পক্ষে দাখিলকৃত লিখিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অভিযোগকৃত ভর্তুকির অস্তিত্ব, মাত্রা এবং প্রভাব m¤ú‡K তদন্ত আরম্ভ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ভর্তুকি এবং সম্ভব হইলে ইহার পরিমাণ,

(খ) স্বার্থহানি, যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং

(গ) ভর্তুকি প্রদানকৃত আমদানি ও স্বার্থহানির অভিযোগের মধ্যে কার্যকারণ m¤úK, যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে কোন তদন্ত আরম্ভ করিবে না, যতক্ষণ না -

(ক) অনুরূপ পণ্যের দেশীয় উৎপাদনকারীদের আবেদনপত্রের পক্ষে বা বিপক্ষে সমর্থনের মাত্রা পরীক্ষার ভিত্তিতে নিরূপিত হয় যে, আবেদনপত্রটি স্থানীয় শিল্প কর্তৃক বা উহার পক্ষে দাখিল করা হইয়াছে এবং আবেদনপত্রের m¯úó সমর্থনকারী দেশীয় উৎপাদনকারী স্থানীয় শিল্প কর্তৃক অনুরূপ পণ্যের মোট উৎপাদনের পঁচিশ শতাংশ বা উহার অধিক পণ্য উৎপাদন করে; এবং

(খ) আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত প্রমাণাদির সত্যতা ও যথার্থতা পরীক্ষার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয় যে, উহাতে উপ- বিধি (২) এ বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণাদি রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা।- এই বিধির উদ্দেশ্যে স্থানীয় শিল্প কর্তৃক অথবা উহার পক্ষে আবেদনপত্র দাখিল করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহা সেই সকল দেশীয় উৎপাদনকারী দ্বারা সমর্থিত হয় যাহাদের অনুরূপ পণ্যের সম্মিলিত উৎপাদন স্থানীয় শিল্পের যে অংশ আবেদন এ সমর্থন বা, ক্ষেত্রমত, বিরোধিতা করে, উহার মোট উৎপাদনের পঞ্চাশ শতাংশের অধিক।

(৪) (ক) উপ-বিধি (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, দেশীয় উৎপাদনকারীগণ কর্তৃক অথবা তাহাদের পক্ষে দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফকমিশন কোন পণ্যের ভর্তুকির কারণে স্বার্থহানির প্রমাণ সম্পর্কে শুনানী গ্রহণ করিতেএবং উহার রিপোর্ট সরকার এর নিকট প্রদান করিতে পারিবে।

(খ) উপরি-উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্ত আরম্ভ করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ রপ্তানিকারী দেশের সরকারকে তদন্ত আরম্ভ করার পূর্বে তৎসম্পর্কে অবহিত করিবে।

৭। **তদন্ত পরিচালনার নীতিমালা**।- (১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কোন পণ্যের অভিযোগকৃত ভর্তুকির অস্তিত্ব, মাত্রা ও প্রভাব নির্ণয়ের জন্য তদন্ত আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে এই সম্পর্কে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিবে যাহাতে, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য থাকিবে, যথা ঃ-

(ক) mswkó পণ্য এবং পণ্য রপ্তানিকারক দেশ অথবা দেশসমূহের নাম;

(খ) তদন্ত আরম্ভ করার তারিখ;

(গ) তদন্তাধীন ভর্তুকি প্রথা অথবা প্রথাসমূহের বিবরণ;

(ঘ) যে সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্বার্থহানির অভিযোগ আনীত হইয়াছে উহার সার-সংক্ষেপ;

(ঙ) আগ্রহী পক্ষদের লিখিত বক্তব্য প্রেরণের ঠিকানা; এবং

(চ) আগ্রহী পক্ষদের লিখিত বক্তব্য প্রেরণের সময়সীমা।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন জারীকৃত গণবিজ্ঞপ্তি কপি ভর্তুকির অভিযোগাধীন পণ্যের রপ্তানিকারক, রপ্তানিকারক দেশের সরকার ও অন্যান্য আগ্রহী পক্ষকে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত আবেদনপত্রের কপি নিম্নবর্ণিতদেরকে সরবরাহ করিতে
হইবে, যথাঃ-

(ক) রপ্তানিকারকগণ অথবা যে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সংখ্যা বেশী সেইক্ষেত্রে mswkó বণিক সমিতি;

(খ) রপ্তানিকারক দেশের সরকার;

তবে শর্ত থাকে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অন্য কোন আগ্রহী পক্ষের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উহাকে দরখাস্তের একটি অনুলিপি সরবরাহ করিবে।

(৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া, নির্ধারিত ছকে, রপ্তানিকারক, বিদেশী উৎপাদনকারী এবং অন্যান্য আগ্রহী পক্ষের নিকট হইতে যে কোন তথ্য আহবান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ তথ্য উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারীর ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা উপযুক্ত কারণের ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য আহ্বান করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের তারিখ হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে উহা জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য হইলে, তদন্তাধীন পণ্যের শিল্পে ব্যবহারকারী এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে পণ্যটি সাধারণভাবে খুচরা বিক্রয় হইয়া থাকে সেইসকল ক্ষেত্রে ভোক্তা সমিতির প্রতিনিধিকে ভর্তুকি বিষয়ক, অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, স্বার্থহানি এবং কার্যকরণ m¤cK বিষয়ে তথ্যাদি প্রদানের সুযোগ প্রদান করিবে।

(৬) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কোন আগ্রহী পক্ষ অথবা উহার প্রতিনিধিকে মৌখিকভাবে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে, তবে এইরূপ মৌখিক তথ্য কেবল পরবর্তীতে লিখিতভাবে প্রদান করা হইলেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য গৃহীত হইবে।

(৭) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উহার নিকট কোন আগ্রহী পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি তদন্তে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য পক্ষকে প্রদান করিবে।

(৮) যদি কোন ক্ষেত্রে কোন আগ্রহী পক্ষ যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জানায় অথবা তদন্তে D‡jL‡hvM¨ বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তবে সেই ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উহার রিপোর্ট প্রদান করিতে এবং সরকারের নিকট যেরূপ সঠিক মনে করিবে সেরূপ সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবে।

৮। গোপনীয় তথ্য।- (১) বিধি ৭ এর উপ-বিধি (২) , (৩) ও (৭) , বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২), বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (৪) এবং বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৩) এ যাহাই থাকুক না কেন, বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্রের অনুলিপি অথবা তদন্ত কালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে গোপনীয় হিসাবে কোন পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, উহাদের গোপনীয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইলে, গোপনীয় হিসাবে বিবেচনা করিবে, এবং ক্ষেত্রমত, আবেদনকারী বা এইরূপ তথ্য প্রদানকারী পক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে উহা প্রকাশ করা যাইবে না।
(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ,প্রয়োজনবোধে, গোপনীয়তা রক্ষার ভিত্তিতে তথ্য প্রদানকারী পক্ষসমূহকে উক্ত তথ্যের অগোপনীয় সারাংশ বোধগম্য হওয়ার মত বিস্তারিতভাবে সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যদি উক্ত তথ্যের অগোপনীয় সারাংশ সরবরাহ করা সম্ভব না হয়, তবে উহার কারণ সম্বলিত একটি বিবরণী msখkó পক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে;

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহাই থাকুক না কেন, যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সন্দেহমুক্ত হয় যে গোপনীয়তার দাবী বিবেচনার যোগ্য নহে, অথবা তথ্য সরবরাহকারী তথ্য প্রকাশে বা উহা সাধারণভাবে বা সারাংশ আকারে প্রকাশ অনুমোদন করিতে Awb"ÔK হয়, তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত তথ্য অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

৯। তথ্যের নির্ভুলতা।- শুধুমাত্র বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৮) ব্যতিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তদন্তকালে আগ্রহী পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত যে তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রদান করিবে উহার সঠিকতা m¤c‡K সন্দেহমুক্ত হইবে।

১০। নির্ধারিত দেশে তদন্ত অনুষ্ঠান।- (১) প্রদত্ত তথ্য যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে অথবা আরো বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ যে কোন নির্ধারিত দেশে তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারিবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ msখkó দেশের কর্তৃপক্ষকে পুর্বেই অবহিত করিবে, এবং msখkó দেশের সহিত যোগযোগক্রমে তাহাদের এই ব্যাপারে আপত্তি নাই মর্মে নিশ্চিত হইবে।
11| fZখKi cKখZ|- (১) ভর্তুকি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ইহা নিশ্চিত করিবে যে, তদন্তাধীন ভর্তুকি-

(ক) রপ্তানি কার্যক্রম msখkó কিনা; অথবা

(খ) রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে আমদানিকৃত পণ্যের উপর দেশীয় পণ্যের ব্যবহার m¤ú‡K কিনা;

অথবা

(গ) পণ্য প্রস্তুত, উৎপাদন বা রপ্তানিতে নিয়োজিত সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইয়াছে কি না, যদি না উক্ত ভর্তুকি নিম্নোক্ত কারণে প্রদান করা হইয়া থাকে, যথা ঃ-

(অ) প্রস্তুতকরণ, উৎপাদন বা রপ্তানিতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক অথবা তাহাদের পক্ষে
গবেষণা কার্য পরিচালনা; অথবা

(আ) রপ্তানিকারক দেশের অভ্যন্তরে অনুন্নত এলাকাসমূহের প্রতি সহায়তা; অথবা

(ই) নূতন পরিবেশগত আবশ্যিকতার সহিত বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার অভিযোজন উন্নয়ন কল্পে সহায়তা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) এবং (খ) এর উদ্দেশ্যে, Final Act of the Uruguay Round Multilateral Trade Negotiations এর অন্তর্ভুক্ত কৃষি বিষয়ক চুক্তিতে উল্লিখিত প্রকৃতির ভর্তুকি বিবেচিত হবে না।

ব্যাখ্যা ১।- দফা (গ) এর উপ-দফা (অ) এর উদ্দেশ্যে "গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য ভর্তুকি" বলিতে বাণিজ্যিক সংস্থা সমূহ কর্তৃক পরিচালিত অথবা D"PÌk¶|¨ গবেষণা স্থাপনা সমূহ কর্তৃক বাণিজ্যিক সংস্থা সমূহের সহিত চুক্তি ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণা কার্যসমূহের জন্য সহায়তা বুঝাইবে যদি উক্ত সহায়তা শিল্প গবেষণার ৭৫% ভাগ ব্যয়ের অতিরিক্ত না হয় অথবা প্রাকপ্রতিযোগিতা মূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যয়ের ৫০% এর অতিরিক্ত না হয় এবং এই শর্তে যে, এইরূপ সহায়তা শুধুমাত্র নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সীমিত থাকিবে; যথাঃ-
(অ) জনবলের জন্য ব্যয় (গবেষক, কলাকুশলী এবং অন্যান্য সহায়তাকারী কর্মীবৃন্দ যাহারা শুধুমাত্র গবেষণামূলক কার্যে নিয়োজিত);
(আ) কেবলমাত্র এবং স্থায়ীভাবে গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, ভূমি এবং ইমারতের ব্যয় (বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হস্তান্তর ব্যতীত);
(ই) কেবলমাত্র গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত কন্সালটেন্সী অথবা অনুরূপ সেবার ব্যয় যাহার মধ্যে গবেষণা, কারিগরী জ্ঞান ও পেটেন্ট এর মূল্য অন্তর্ভুক্ত হইবে;
(ঈ) গবেষণা কার্যে প্রত্যক্ষভাবে ব্যয়িত অতিরিক্ত উপরি ব্যয়; এবং
(উ) গবেষণা কার্যে প্রত্যক্ষভাবে ব্যয়িত অন্যান্য চলমান ব্যয়সমূহ (যথা উপকরণ ও সরবরাহ এবং অনুরূপ ব্যয়)।

২। দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) এর উদ্দেশ্যে "অনুন্নত এলাকার প্রতি সহায়তাদানের জন্য ভর্তুকি" বলিতে রপ্তানিকারক দেশের অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের জন্য অনুসৃত সাধারণ অবকাঠামোর আওতায় প্রদত্ত সহায়তা বুঝাইবে যাহা উপযুক্ত এলাকার স্বতন্ত্রভাবে সংজ্ঞায়িত করা যাইবে;
তবে শর্ত থাকে যে-
(ক) প্রতিটি অনুন্নত এলাকা অবশ্যই স্পষ্টরূপে নির্ধারিত সংলগ্ন ভৌগোলিক এলাকা হইতে হইবে যাহার অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিচিতি স্বতন্ত্রভাবে সংজ্ঞায়িত করা যাইবে;
(খ) নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ মান দন্ডের ভিত্তিতে এলাকাটিকে অনুন্নত এলাকারূপে গণ্য করিতে হইবে, এলাকাটির সমস্যাবলী যে সাময়িক পরিস্থিতি অপেক্ষা অধিকতর কিছু হইতে উদ্ভুত উহার প্রমাণ থাকিতে হইবে এবং উক্ত মানদন্ডের আইন, প্রবিধান বা অন্যকোন সরকারী দলিলপত্রে স্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকিবে যাহাতে উহা যাচাই করা সম্ভব হয়;

(গ) উল্লিখিত মানদন্ডে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ থাকিতে হইবে যাহার নিম্নবর্ণিত কারণসমূহের অন্ততঃ একটির ভিত্তিতে হইবে যথা ঃ-

(অ) মাথাপিছু আয় অথবা মাথাপিছু পারিবারিক আয়, অথবা মাথাপিছু মোট গড় উৎপাদনের যেকোন একটি msÌkó এলাকার গড়ের ৮৫% এর অধিক হইবে না;

(আ) বেকারত্বের হার msশ্লিkó এলাকার গড় হারের কমপক্ষে ১১০% হইতে হইবে যাহা ৩ বৎসরাধিক সময়কালে পরিমাপকৃত হইবে, এই পরিমাপ যৌগিক হইতে পারে এবং অন্যান্য কারণ ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে।

৩। দফা (গ) এর উপ-দফা (ই) এর উদ্দেশ্যে "নূতন পরিবেশগত আবশ্যকতার সহিত বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার অভিযোজন উন্নয়নকল্পে সহায়তার জন্য ভর্তুকি" বলিতে আইন এবং/অথবা প্রবিধান দ্বারা আরোপিত নূতন পরিবেশগত আবশ্যকতার সহিত বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার অভিযোজন উন্নয়নকল্পে সহায়তা বুঝাইবে যাহা বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের উপর অধিকতর সীমাবদ্ধতা এবং আর্থিক বোঝা আরোপিত হয় ঃ তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সহায়তা -

(অ) অনাবর্তক এককালীন ব্যবস্থা হইবে; এবং

(আ) অভিযোজন ব্যয়ের ২০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে; এবং

(ই) প্রতিস্থাপন ব্যয় সহায়ক মূলধন পরিচালনা ব্যয় বাবদ হইবে না, যাহা বাণিজ্যিক সংস্থা সমূহ কর্তৃক বহন করিতে হইবে; এবং

(ঈ) কোন বাণিজ্যিক সংস্থার উপদ্রব ও পরিবেশ দূষণের পরিকল্পিত হ্রাসের সহিত প্রত্যক্ষভাবে mশ্লিú‡K। সমানুপাতিক হইবে এবং কোন উৎপাদন ব্যয় হ্রাস বাবদ হইবে না; এবং

(উ) যে সকল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নূতন সাজ-সরঞ্জাম এবং/অথবা উৎপাদন প্রক্রিয়া গ্রহণ করিতে পারে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) মোতাবেক ভর্তুকি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পরিশিষ্ট - ১ এ বর্ণিত নীতিমালা বিবেচনা করিবে।

১২। সুবিধা প্রদান।- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ভর্তুকির কারণে উহার গ্রহীতাকে প্রদেয় সুবিধা নির্ধারণকালে নিম্নলিখিত নীতিমালা বিবেচনা করিবে, যথা ঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক সম মূলধন যোগানের ব্যবস্থা সুবিধা প্রদান হিসাবে বিবেচিত হইবে না, যদি না এ ধরণের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সুবিধা প্রদানকারী দেশের অন্তর্ভুক্ত এলকায় প্রচলিত বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যবস্থার সহিত অসংগতিপূর্ণ হয়;

(খ) সরকার প্রদত্ত ঋণ সুবিধা প্রদান হিসাবে বিবেচিত হইবে না, যদি না উহার গ্রহীতা বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী ঋণের উপর প্রদেয় অর্থের পরিমাণ তুলনীয় বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে প্রদেয় অর্থ অপেক্ষা কম হয়; এ ধরণের পার্থক্যের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুইটি পরিমাণের ব্যবধান সুবিধা বিবেচিত হইবে ;

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন ঋণ নিশ্চয়তা সুবিধা প্রদান হিসাবে বিবেচিত হইবে না, যদি না সরকারী ঋণ নিশ্চয়তা লাভকারী বাণিজ্যিক সংস্থা কর্তৃক প্রদেয় মাশুলের পরিমাণ এবং সরকারী নিশ্চয়তার অবর্তমানে তুলনামূলক বাণিজ্যিক ঋণের নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে প্রদেয় মাশুলের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই প্রকার মাশুলের পরিমাণের পার্থক্য সুবিধা হিসাবে বিবেচিত হইবে ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক পণ্য অথবা সেবা অথবা পণ্য ব্যবস্থা সুবিধা হিসাবে বিবেচিত হইবে না, যদি না পর্যাপ্ত মজুরীর ব্যবস্থা রাখা হয় অথবা পর্যাপ্ত মজুরীর অপেক্ষা অধিক প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়। মজুরীর পর্যাপ্ততা ক্রয় অথবা সরবরাহ msশ্লিkó দেশে পণ্যের বিদ্যমান বাজার পরিস্থিতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে (যাহার মধ্যে মূল্য, গুনাগুন প্রাপ্যতা, বাজার সুবিধা, পরিবহন এবং ক্রয় অথবা বিক্রয়ের অন্যান্য ব্যবস্থাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে)।

১৩। স্বার্থহানি নিরূপণ।- (১) ভর্তুকি প্রদত্ত পণ্য কোন নির্ধারিত দেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের আমদানি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পের স্বার্থহানি করিয়াছে কিনা অথবা স্বার্থহানির কারণ হইয়াছে কিনা অথবা কোন শিল্প স্থাপনে ¸i"Zi অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে কিনা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উহার রিপোর্টে তাহাও উল্লেখ করিবে।

(২) উপ-বিধি (৩) এর অধীন স্বার্থহানি নিরূপন ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি, স্বার্থহানির হুমকি, স্থানীয় শিল্প স্থাপনে গুরুতর অন্তরায় সৃষ্টি এবং ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানি ও স্বার্থহানির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নিরূপন করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির পরিমাণ অনুরূপ পণ্যের স্থানীয় বাজার মূল্যের উপর উহার প্রভাব এবং উক্ত পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনকারীদের উপর পরবর্তী প্রভাবসহ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য বিবেচনা এবং পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করিবে।

(৩) স্থানীয় শিল্পের অধিকাংশের স্বার্থহানি না হওয়া সত্ত্বেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, ব্যতিক্রম ক্ষেত্র হিসাবে, স্বার্থহানির অস্তিত্ব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিতে পারিবে, যদি-

(ক) ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানি একটি we"Qb বাজারে প্রভাব বিস্তার করে, এবং
(খ) ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য উক্ত বাজারের সকল অথবা প্রায় সকল প্রস্তুতকারকের স্বার্থহানির কারণ হয়।

১৪। প্রাথমিক রিপোর্ট।- (১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ `"Z উহার তদন্ত সম্পন্ন করিবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভর্তুকির অস্তিত্ব , ইহার প্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট দেশ হইতে ইহার আমদানি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবে এবং উক্ত রিপোর্টে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা সহ প্রাথমিকভাবে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি বিষয়ে উল্লেখ থাকিতে হইবে যাহাতে ভর্তুকি এবং স্বার্থহানির বিষয়ে প্রাথমিকভাবে নিরূপনে ব্যবহৃত ঘটনার বর্ণনা ও আইনের সর্বত্র যাহার ভিত্তিতে যুক্তি প্রমাণাদি গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার ও নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের বিবরণ থাকিবে, যথাঃ-
(ক) সরবরাহকারী অথবা উহা অসম্ভব হইলে সরবরাহকারী দেশের নামের তালিকা;
(খ) শুল্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পণ্যের পর্যাপ্ত বিবরণ;
(গ) প্রতিষ্ঠিত ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারণ এবং উহার কারণ m¤ú‡K পূর্ণ ব্যাখ্যা;
(ঘ) স্বার্থহানি নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ ; এবং
(ঙ) যে সকল প্রধান কারণের ভিত্তিতে স্বার্থহানি নিরূপিত হইয়াছে তাহার বিবরণ।
(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উহার প্রাথমিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়া একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিবে।

১৫। সাময়িক শুল্ক আরোপ।- সরকার, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে, সাময়িক শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত স¤ú‡K গণবিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে ষাট দিন উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে এইরূপ শুল্ক আরোপ করা যাইবে না ঃ আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ শুল্ক অনধিক চার মাস মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৬। তদন্তের অবসান।- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া অবিলম্বে তদন্ত অবসান করিতে পারিবে, যদি-

(ক) যে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানির অভিযোগে তদন্ত আরম্ভ করা হইয়াছিল উক্ত শিল্প বা উহার পক্ষে তদন্ত অবসানের আবেদন জানান হয়;

(খ) তদন্তকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তদন্ত অব্যাহত রাখার জন্য ভর্তুকি অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, স্বার্থহানির সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নাই;

(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরূপিত হয় যে, ভর্তুকির পরিমাণ মূল্যের এক শতাংশ অপেক্ষা কম অথবা কোন উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে ভর্তুকির পরিমান মূল্যের দুই শতাংশ অপেক্ষা কম;

(ঘ) কোন নির্দিষ্ট দেশ হইতে প্রকৃত অথবা সুপ্ত ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির পরিমাণ অথবা স্বার্থহানি যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যৎসামান্য হয়, অথবা কোন উন্নয়নশীল দেশ হইতে উৎপাদিত কোন পণ্যের ক্ষেত্রে ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির পরিমাণ বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্যের মোট আমদানির চার শতাংশের কম হয়, যদি না একক ভাবে অনুরূপ পণ্যের চার শতাংশের কম আমদানির সহিত জড়িত উন্নয়নশীল দেশগুলি যৌথভাবে অনুরূপ পণ্যের নয় শতাংশের অধিক আমদানির সহিত জড়িত হয়।

১৭। মূল্য বিষয়ক মুচলেকার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত স্থগিত অথবা অবসানকরণ।-(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তদন্ত স্থগিত অথবা অবসান করিতে পারিবে, যদি-

(ক) msশ্লkó পণ্যের রপ্তানিকারক দেশের সরকার-

(অ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট মুচলেকা প্রদান করে যে, উক্ত পণ্যের ভর্তুকি প্রত্যাহার করিবে;

(আ) নির্ধারিত দেশসমুহের ক্ষেত্রে এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করে যে, যুক্তিসংগত সীমার মধ্যে ভর্তুকির পরিমাণ সীমিত রাখিবে, অথবা এইরূপ ভর্তুকির প্রভাব পক্ষপাতহীন করার জন্য অন্যান্য উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এই শর্তে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবে যে, ভর্তুকির ক্ষতিকর প্রভাব বিদূরিত হইবে; অথবা

(খ) নির্ধারিত দেশসমূহের রপ্তানিকারকগণ সম্মত হয় যে, তাহাদের পণ্যের মূল্য এইরূপে সংশোধন করা হইবে যাহার ফলে ভর্তুকিজনিত স্বার্থহানি দূরীভূত হইবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সেই mমú‡K নিশ্চিত হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার ফলস্বরুপ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ স্বার্থহানি দূরীভূত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের অধিক হইবে না ঃ আরো শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশে সরকার B"Qv পোষণ করিলে অথবা রপ্তানিকারক দেশের সরকার সিদ্ধান্ত নিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তদন্ত সম্পন্ন করিতে ও উহার রিপোর্ট প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভর্তুকি ও স্বার্থহানি প্রাথমিকভাবে নিরূপণের পূর্বে উপ-বিধি (১) এর অধীন মূল্য বৃদ্ধির নিমিত্তে রপ্তানীকারক কর্তৃক প্রদত্ত কোন মুচলেকা গৃহীত হইবে না ঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন রপ্তানিকারক প্রদত্ত মুচলেকা কেবলমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রপ্তানিকারক দেশের সম্মতির পরই গৃহীত হইবে।

(৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, কোন দেশ অথবা রপ্তানীকারক প্রদত্ত মুচলেকা গ্রহণ অবাস্তব অথবা অন্য কোন কারণে গ্রহণ করা সমীচীন মনে না করিলে, উক্ত মুচলেকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে।

(৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ মুচলেকা গ্রহণ এবং তদন্ত স্থগিত বা অবসানের বিষয়টি সরকারকে অবহিত করিবে এবং এই mমú‡K একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিবে, উক্ত গণবিজ্ঞপ্তিতে, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে, মুচলেকার অগোপনীয় অংশের উল্লেখ থাকিবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুচলেকা গৃহীত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে মুচলেকার মেয়াদ বৈধ থাকা পর্যন্ত সরকার আইনের section 18A এর sub-section (2) এর অধীন শুল্ক আরোপ হইতে বিরত থাকিতে পারিবে।

(৬) যে ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন মুচলেকা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ রপ্তানীকারক দেশ অথবা রপ্তানিকারককে মুচলেকার শর্তসমূহ পালন m¤ú‡K সময় সময় প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করার নির্দেশ প্রদান ও msশ্লিó উপাত্ত নীরিক্ষা করিতে পারিবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন মুচলেকার শর্ত ভঙ্গ করা হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সেই সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করিবে এবং দ্রুত তদন্তকার্য m¤úb করিবে।

(৭) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নিজস্ব উদ্যোগে, অথবা msশ্লিó পণ্যের আমদানিকারক বা রপ্তানীকারক বা অন্য কোন আগ্রহী পক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে, মুচলেকা অব্যাহত রাখার বিষয় সময় সময় পুনর্বিবেচনা করিবে।

১৮। **তথ্য প্রকাশনা**।- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত মতামত প্রদানের পর্বে সকল আগ্রহী পক্ষ ও দেশকে প্রয়োজনীয় বিবেচ্য বিষয়সমূহ যাহা সিদ্ধান্তের ভিত্তি হইতে পারে তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবে এবং আগ্রহী পক্ষসমূহকে তাহাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিবে।

১৯। **চূড়ান্ত রিপোর্ট**।- (১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তদন্ত আরম্ভ করার এক বৎসরের মধ্যে তদন্তাধীন পণ্য ভর্তুকিপ্রাপ্ত হইয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণ করিবে এবং সরকারের নিকট উহার চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করিবে, উক্ত রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের উল্লেখ থাকিবে, যথা ঃ-

(ক) তদন্তাধীন পণ্যটির অনুমোদনের অপেক্ষাধীন ভর্তুকির প্রকৃতি এবং উক্ত ভর্তুকির পরিমাণ;

(খ) নির্ধারিত দেশসমূহ হইতে পণ্যটি বাংলাদেশে আমদানি করার ফলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পের বাস্তব স্বার্থহানির কারণ অথবা স্বার্থহানির আশংকা অথবা বাংলাদেশে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠায় বাস্তব অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে কিনা; এবং ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য এবং স্বার্থহানির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ;

(গ) ভূতাপেক্ষ শুল্ক আরোপের প্রয়োজন আছে কিনা, থাকিলে উহার কারণ ও আরোপ করার তারিখ;

(ঘ) যে পরিমাণ শুল্ক আরোপ করা হইলে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি দূরীভূত হইবে Zrm¤ú‡K সুপারিশ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে উল্লেখিত সময়সীমা ছয় মাস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বিধি ১৭ এর অধীন মূল্য m¤úwKZ মুচলেকা গ্রহণ করতঃ তদন্ত স্থগিত করিয়া পরবর্তীতে মুচলেকার শর্ত ভঙ্গ করার কারণে পুনরায় তদন্ত ïi" করিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে যে সময়ের জন্য তদন্ত স্থগিত ছিল তাহা এক বছরের সময়সীমা গণনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(২) চূড়ান্ত রিপোর্ট ইতিবাচক হইলে উহাতে প্রকৃত ঘটনা, msশ্লিó আইনের বিধানাবলী এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার কারণ m¤úwKত যাবতীয় তথ্যসহ নিম্নবর্ণিত বিষয় সমূহের উল্লেখ থাকিবে, যথা ঃ-

(ক) সরবরাহকারীদের অথবা, অসম্ভব হইলে, সরবরাহকারী দেশসমূহের নাম;

(খ) শুল্কায়নের জন্য পণ্যের পর্যাপ্ত বিবরণ;

(গ) ভর্তুকির স্থিরকৃত পরিমাণ এবং যাহার ভিত্তিতে ভর্তুকির অস্তিত্ব নির্ধারিত হইয়াছে উহার বিবরণ;

(ঘ) স্বার্থহানি নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ; এবং

(ঙ) স্বার্থহানি নিরূপিত হওয়ার প্রধান কারণ।

(৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উহার চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়া একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিবে।

২০। শুল্ক আরোপ।- (১) বিধি ১৯ এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের তিনমাসের মধ্যে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, চূড়ান্ত রিপোর্টের আওতাভূক্ত পণ্য বাংলাদেশে আমদানির উপর কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে, এবং উক্ত শুল্কের পরিমাণ বিধি ১৯ এর অধীন নির্ধারিত ভর্তুকির মাত্রার এর মাত্রার অধিক হইবে না ঃ তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত দেশসমূহ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কের পরিমাণ স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি দূরীকরণের জন্য যে পরিমাণ পর্যাপ্ত উহার অধিক হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, যে ক্ষেত্রে বিধি ২ এর দফা (ঝ) এর শর্তাংশ অনুযায়ী কোন স্থানীয় শিল্পের ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র রপ্তানীকারকদের ভর্তুকি প্রদানকৃত মূল্যে msশ্রkó এলাকায় রপ্তানী বন্ধ করার সুযোগ দানের পর অথবা প্রকারান্তরে বিধি ১৭ অনুযায়ী মুচলেকা প্রদানের ক্ষেত্রে উহা তাড়াতাড়ি প্রদান না করা হইলেই কেবল মাত্র শুল্ক আরোপ করা যাইবে এবং এই সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যে সকল উৎপাদনকারী msশ্রkó এলাকায় পণ্য সরবরাহ করে তাহাদের পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করা যাইবে না।

(৩) যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত রিপোর্ট নেতিবাচক হয়, অর্থাৎ যে প্রমাণাদির ভিত্তিতে তদন্ত আরম্ভ করা হইয়াছিল উহাদের বিপরীত হয়, তবে সরকার বিধি ১৯ এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের পয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে ইতিপূর্বে কোন সাময়িক শুল্ক আরোপ করা হইয়া থাকিলে উহা প্রত্যাহার করিবে।

২১। বৈষম্যহীন ভিত্তিতে শুল্ক আরোপ।- বিধি ১৫ অথবা বিধি ২০ এর অধীন যে কোন কাউন্টারভেইলিং শুল্ক বৈষম্যহীন ভিত্তিতে আরোপিত হইবে এবং, যে সকল সূত্র হইতে আমদানির ক্ষেত্রে বিধি ১৭ অনুযায়ী মুচলেকা গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্র ব্যতীত যে কোন সূত্র হইতেই পণ্য ভর্তুকিপ্রাপ্ত হউক না কেন এবং, যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি করুক না কেন, উক্ত পণ্যের সকল আমদানির উপর আরোপিত হইবে।

২২। শুল্ক বলবৎ হওয়ার তারিখ।- (১) বিধি ১৫ অথবা বিধি ২০ এর অধীন আরোপিত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক সরকারী গেজেটে প্রকাশের দিন হইতে বলবৎ হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহাই থাকুক না কেন,-

(ক) যে ক্ষেত্রে সাময়িক শুল্ক আরোপ করা হইয়াছে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির আশংকা প্রকাশ করিয়া চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করিয়াছে এবং অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, সাময়িক শুল্ক আরোপ করা না হইলে ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানি উক্ত স্বার্থহানির কারণ হইবে, সেই ক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক সাময়িক শুল্ক আরোপ করার তারিখ হইতে আরোপ করা যাইবে;

(খ) আইনের section 18A এর sub-section (4) এ বর্ণিত পরিস্থিতিতে সাময়িক শুল্ক আরোপের তারিখের নব্বই দিন পূর্ববর্তী তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতা প্রদান করিয়া ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপ করা যাইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত মূল্য বিষয়ক মুচলেকা লংঘনের ক্ষেত্রে উক্ত মুচলেকার শর্ত লংঘনের পূর্বে দেশীয় ব্যবহারের জন্য পৌঁছিয়াছে এইরূপ আমদানির উপর ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদান করিয়া কোন শুল্ক আরোপ করা যইবে না।

২৩। শুল্ক প্রত্যর্পণ।- (১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক আরোপিত কাউন্টারভেইলিং শুল্কের পরিমাণ যদি ইতিপূর্বে আরোপিত এবং আদায়কৃত সাময়িক শুল্ক অপেক্ষা অধিকতর হয়, তবে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যের পরিমাণ আমদানিকারকের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে না।

(২) যদি তদন্ত সমাপ্তির পর নির্ধারিত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক ইতিপূর্বে আরোপিত এবং আদায়কৃত সাময়িক শুল্ক অপেক্ষা কম হয়, তবে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যের পরিমাণ আমদানিকারককে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক আরোপিত সাময়িক শুল্ক যদি বিধি ২০ এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে প্রত্যাহার করা হয় তাহা হইলে ইতিপূর্বে কোন সাময়িক শুল্ক আরোপ ও আদায় করা হইয়া থাকিলে উহা আমদানিকারককে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

২৪। পুনর্বিবেচনা।-(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, সময় সময় কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা পুনর্বিবেচনা করিবে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যদি মনে করে যে, এইরূপ শুল্ক আরোপ অব্যাহত রাখার কোন যৌক্তিকতা নাই তবে সরকারের নিকট উহা প্রত্যাহারের সুপারিশ করিবে।

(২) উপ-বিধি (২) এর অধীন পুনর্বিবেচনা উহা আরম্ভ করার অনধিক বার মাসের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে।

(৩) বিধি ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২ ও ২৩ এর বিধানসমূহ, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে, পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

cwiwkó - 1

[wewa 11(2) `óe¨]

wewa-11 Gi Aaxb mxwgZ msL¨K e¨w³‡K c`Ë fZ©wK wbavi‡Yi bxwZgvjv|

সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি যাহারা পণ্যের প্রস্তুত বা উৎপাদনের সহিত যুক্ত তাহাদিগকে ভর্তুকি প্রদান করা হইয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নীতিমালা অনুসরণ করিবে, যথা ঃ-

(১) মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অথবা যে আইনের অধীন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ পরিচালিত হয় সেই আইন, কতিপয় নির্দিষ্ট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভর্তুকি ¯úষ্টভাবে সীমিত করে কিনা। যে ক্ষেত্রে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অথবা যে আইনের অধীন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ পরিচালিত হয় সেই আইন, ভর্তুকির বস্তুনিষ্ঠ মানদন্ড, বা উহা প্রাপ্তির যোগ্যতা m¤úwKত শর্তাবলী, এবং ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারণ করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ভর্তুকি কোন পণ্য প্রস্তুত ও উৎপাদনে নিয়োজিত সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিদেরকে প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে নাঃ তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ভর্তুতি প্রাপ্তির যোগ্যতা স্বয়ংক্রিয় এবং উক্ত মানদন্ড ও শর্তাবলী কঠোরভাবে পালিত হয় এবং মঞ্জুরকারীদেশ বা ভূ-খন্ডের আইন প্রবিধান বা অন্য কোন সরকারী দলিলে উক্ত মানদন্ড এবং শর্তাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত ও যাচাইযোগ্য হইতে হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই অনুচেছদে "বস্তুনিষ্ঠ মানদন্ড" ও "শর্তাবলী" অর্থ এইরূপ মানদন্ড ও শর্তাবলী যাহা নিরপেক্ষ, যাহা কোন প্রতিষ্ঠানকে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা প্রদান করে না এবং যাহা প্রকৃতিতে অর্থনৈতিক এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমান্তরাল, যথা ঃ- কর্মচারীর সংখ্যা অথবা প্রতিষ্ঠানের আকার।

(২) অনুচেছদ (১) এ বর্ণিত বিধান মোতাবেক সীমিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকি মঞ্জুর করা হয়নি মর্মে নির্ধারণ করা সত্ত্বেও যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, প্রকৃত পক্ষে সীমিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকি প্রদান করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ ভর্তুকি নিরূপনের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত কারণসমূহ বিবেচনা করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) সীমিত সংখ্যক কতিপয় নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভর্তুকি কর্মসূচী ব্যবহার অথবা কতিপয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহার বহুল ব্যবহার;

(খ) কতিপয় প্রতিষ্ঠানকে অসমানুপাতিকভাবে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি প্রদান;

(গ) ভর্তুকি মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যে পদ্ধতিতে উহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছে; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, এই অনুচেছদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে, মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারাধীন অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বৈচিত্র্যতা এবং ভর্তুকি কার্যক্রম পরিচালনার সময়কালকে বিবেচনায় রাখিবে।

(৩) মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারাধীন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে কোন পণ্য প্রস্তুত অথবা উৎপাদনে নিয়োজিত কতিপয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে সীমিত কোন ভর্তুকি প্রদান প্রস্তুত অথবা উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিগণের জন্য ভর্তুকি প্রদান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

cwiwkó - 2

[wewa 13 (2) `óe¨]

¯vbxq wk‡íi ¯v_nwb wbi¦c‡Yi bxwZgvjv

স্বার্থহানি নিরূপনের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করিবে, যথা ঃ-

(১) বিধি ১৩ এর উদ্দেশ্যে স্বার্থহানি নিরূপণের বিষয় নির্ধারণের ভিত্তি হইবে ইতিবাচক সাক্ষ্য প্রমাণ এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা, যথা ঃ-

(ক) ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির পরিমাণ ও অনুরূপ পণ্যের দেশীয় বাজার মূল্যের উপর ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির প্রভাব; এবং

(খ) অনুরূপ পণ্যের দেশীয় উৎপাদনকারীদের উপর এইরূপ আমদানির পরবর্তী প্রভাব।

(২) ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির পরিমাণ বিষয়ে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত আমদানি যথার্থই অথবা বাংলাদেশে উৎপাদন ও ভোগের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনা করিবে।

(৩) বাজার মূল্যের উপর ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির প্রভাব নিরূপণের ক্ষেত্রে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির ফলে বাংলাদেশের অনুরূপ পণ্যের মূল্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে কিনা অথবা অন্য কোনভাবে মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নগামী হইয়াছে কিনা অথবা মূল্যের উর্ধ্বগামিতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ব্যাহত হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনা করিবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে একাধিক দেশ হইতে আমদানিকৃত কোন পণ্য যুগপৎভাবে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের জন্য তদন্তাধীন, সেইক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কেবল নিম্নবর্ণিত অবস্থায় উক্ত আমদানির ক্রমপুঞ্জিত প্রভাব মূল্যায়ন করিবে, যথাঃ-

(ক) প্রতিটি দেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে ভর্তুকির মাত্রা মূল্যভিত্তিক এক শতাংশের বেশী এবং প্রতিটি দেশ হইতে আমদানির পরিমাণ নগণ্য হইবে না ; এবং

(খ) আমদানির প্রভাবের ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন আমদানিকৃত পণ্য ও অনুরূপ স্থানীয় পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ।

(৫) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় শিল্পের উপর ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির প্রভাব পরীক্ষাকালে সকল প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক বিষয় এবং সূচক, যাহা শিল্পের অবস্থাকে প্রভাবিত করে, যেমন বিক্রির স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় হ্রাস, মুনাফা, উৎপাদন, বাজারের শেয়ার, উৎপাদনশীলতা, বিনিয়োগের উপর আয়, উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার, স্থানীয় মূল্যের উপর প্রভাবশালী বিষয়সমূহ, নগদ প্রবাহের উপর প্রকৃত ও সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব, মওজুত, কর্মসংস্থান, মজুরী, প্রবৃদ্ধি এবং মূলধনী বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষমতা এবং কৃষিক্ষেত্রে সরকারের সহায়তা কর্মসূচীর উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয় কিনা বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

(৬) ইহা অবশ্যই প্রদর্শিত হইতে হইবে যে, ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানি, ভর্তুকির প্রভাবের মাধ্যমে স্বার্থহানি ঘটাইতেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপিত সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানি ও স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানির মধ্যে কার্যকারণ স¤úর্কে নির্ধারিত হইতে হইবে; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানি ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞাত যে সকল বিষয় একই সময়ে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটাইতেছে তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, এবং ঐ সকল বিষয় এই ক্ষেত্রে প্রাসংগিক হইতে পারে তাহা হইল, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে ভর্তুকিপ্রাপ্ত মূল্যে বিক্রিত নহে এইরূপ আমদানির মূল্য ও পরিমাণ, চাহিদার সংকোচন অথবা ভোগের প্রকৃতির পরিবর্তন, স্থানীয় ও বিদেশী উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং বাণিজ্য নিরুৎসাহিতমূলক কার্যকলাপ, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও রপ্তানী সাফল্য এবং স্থানীয় শিল্পের উৎপাদনশীলতা।

(৭) ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির প্রভাব অনুরূপ পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করিতে হইবে যখন উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদকের বিক্রয় ও মুনাফার ন্যায় মানদন্ডের ভিত্তিতে উক্ত উৎপাদনকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায় ; যদি উক্ত উৎপাদনকে অনুরূপ স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা না যায় তাহা হইলে অনুরূপ পণ্য অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এইরূপ সর্বাপেক্ষা সংকীর্ণ পণ্যগোষ্ঠী বা পণ্যশ্রেণীর ভিত্তিতে ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির প্রভাব মূল্যায়ন করিতে হইবে।

(৮) প্রকৃত স্বার্থহানির হুমকি তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণয় করিতে হইবে, শুধু অভিযোগ, অনুমান বা সুদূর সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে নহে ; যে পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে ভর্তুকি প্রদানের দ্বারা স্বার্থহানির অবস্থা সৃষ্টি হইবে তাহা আশু এবং m¯úóf\বে দূরদৃষ্ট হইতে হইবে, স্বার্থহানির হুমকির অস্তিত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিও বিবেচনা করিবে,

যথাঃ-

(ক) ভর্তুকির বা ভর্তুকিসমূহের প্রকৃতি এবং তাহার ফলে উদ্ভূত সম্ভাব্য বাণিজ্যের প্রভাব;

(খ) বাংলাদেশে ভর্তুকি প্রদানকৃত আমদানির উলে-খযোগ্য হারে বৃদ্ধি যাহা অধিক পরিমাণ বর্ধিত আমদানির সম্ভাবনা নির্দেশ করে;

(গ) রপ্তানিকারকের যথেষ্ট অবাধে হস্তান্তরযোগ্য অথবা আশু উল্লেখযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি যাহা বাংলাদেশের বাজারে অধিকতর ভর্তুকি প্রদানকৃত রপ্তানির সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে এবং এইক্ষেত্রে অন্যান্য রপ্তানি বাজার কর্তৃক অতিরিক্ত রপ্তানি আত্মীকরণের ক্ষমতাও বিবেচনা করিতে হইবে;

(ঘ) আমদানিকৃত পণ্য এইরূপ মূল্যে আনীত হইতেছে কিনা যাহা স্থানীয় মূল্যের উপর উল্লেখযোগ্য মন্দাভাব বা নিম্নগামী প্রভাব সৃষ্টি করে এবং যাহা আরও আমদানির চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারে;

(ঙ) তদন্তাধীন পণ্যের মওজুদ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষর/-
ডঃ সা'দত হুসাইন
সচিব।

* এস.আর.ও নং-৩১৭-আইন/২০০২/১৯৭৭/শুল্ক।- তারিখ ১৬/১১/২০০২ ইংরেজী দ্বারা সংশোধিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্র্Ú্দ বিভাগ
(ïé)
প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৯-১২-১৪০৩ বাংলা। ১২-০৪-১৯৯৭ ইংরেজী।

নং এস,আর,ও ৯৭-আইন/৯৭/১৭০২/শুল্ক।- বহিঃ শুল্ক (ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আদায় এবং স্বার্থহানি নিরূপন) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে, উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
স্বাক্ষরিত/-
(খাজা গোলাম সারওয়ার)
অতিরিক্ত সচিব (পদাধিকারবলে)।